Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

মঙ্গলবার the ৩১ day of জানুয়ারি **, ২০২৩**

Other Suit No. ৪৪৩/ ২০২১

হাজী মোহাম্মদ নুরুচ্ছফা --------Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ বিতরন বিভাগ, পটিয়া চট্টগ্রাম ও অন্যান্য গং

----------Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ১৮/০৫/২০০৯ খ্রিঃ, ২৫/০৬/২০১২ খ্রিঃ, ০১/১১/২০১২ খ্রিঃ, ১৮/১০/২০১৫ খ্রিঃ; ২৫/০৯/২০১৮ খ্রিঃ; ১৬/১১/২০১৫ খ্রিঃ; ০৩/০৪/২০১৬ খ্রিঃ; ২০/০৪/২০১৬ খ্রিঃ; ০২/০৬/২০১৬ খ্রিঃ; ২৩/১১/২০১৬ খ্রিঃ ও ২৪/১০/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব দীপক কুমার শীল Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষ বিগত ২২/০৯/২০০৩ ইং তারিখে যুগ্ম জেলা জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রামে অত্র মামলাটি দায়ের করিলে তা অপর ৮৩/২০০৩ নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় জেলা জজ, চট্টগ্রাম মহোদয়ের বিগত ১৫/০২/২০২১ ইং তারিখের ৬১ নং প্রশাসনিক আদেশের মর্মমতে উক্ত

মামলাটি অত্র সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রামে বদলী করা হয় যা **অপর ৪৪৩/২০২১** নম্বর মামলা হিসাবে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করা হয়।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

(১) বাদী মেসার্স এন এইচ প্লান্ট নামীয় একটি বরফ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাদী ১৯৯৬ খ্রিঃ সন থেকে বরফ উৎপাদন ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। বাদী ১ নং বিবাদীর বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের একজন গ্রাহক। বাদীর প্রতিষ্ঠানের হিসাব নং এফ-৫৪ এবং K.W.H মিটার নং- -৬১৮৭৭৬৯০। বাদী ১ নং বিবাদীর প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল নিয়মিত পরিশোধ পূর্বক বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে আসছেন। বাদী প্রতিষ্ঠান ছাড়া ঐ এলাকায় আরো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উল্লেখ্য যে বাদীর এম.এন এইচ প্লান্টের দোতলায় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যথা মেসার্স রাফি সি ফিস এন্টার প্রাইজ, মেসার্স ইউনাইটেড সি কুইন এন্ড কোং ও মেসার্স যমুনা ফিস ট্রেডার্স বাদী থেকে ভাড়া নিয়ে স্টোর রুম বানিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন।

(২) বাদীর আরজির আরো বক্তব্য হলো বাদীর প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত বিদ্যুত মিটারের রিডিং অনুযায়ী বাদী বিদ্যুৎ বিল নিয়মিত পরিশোধ করে আসিতেছে। বাদী জুলাই ,২০০০ মাস হইতে আগষ্ট, ২০০৩ মাস পর্যন্ত নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেছেন। বিগত আগষ্ট/২০০৩ মাসের বিল যথাসময়ে পরিশোধ করার পর বিগত ১৫/০৯/২০০৩ খ্রিঃ ১ নং বিবাদী একখানা জরিমানা বিল ফরোয়ার্ডিং সহ বাদী বরাবর প্রেরণ করেন যা দেখে বাদী আর্শ্চাযান্বিত হন।

(৩) উল্লেখ্য যে বিগত ২৪/০৮/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে বেলা ১.০০ ঘটিকায় ১/২ নং বিবাদীগণ বাদীর প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পূর্বক মিটারে গন্ডগোল আছে বলিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। পরদিন ২৫/০৮/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে বাদী আবেদন করিয়া পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেন। সেসময়ে বাদীর ফ্যাক্টরীতে ও কোল্ড স্টোরেজে প্রচুর বরফ ও মাছ মজুদ ছিল। পরবর্তীতে ৩১/০৮/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে ১/২ নং বিবাদীর দপ্তর থেকে বাদী প্রতিষ্ঠানে মাসিক বিল প্রদান করা হয়। বিবাদীগণ অবৈধভাবে আর্থিক লাভবান হবার অভিপ্রায়ে বাদীকে কথিত জরিমানা বিল প্রদান করেছেন মর্মে বাদী ধারনা করেন।

(৪) বাদীর আরজির আরো বক্তব্য হলো নালিশী বিলের ফরোয়ার্ডিং এ বাদী প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় পরিদর্শনকালে কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় মর্মে মন্তব্য বাস্তবতা পরিপন্থি। প্রকৃতপক্ষে তারা আঙ্গিনা পরিদর্শনে অধিকারী নন। তারা বিদ্যুৎ লাইন ও মিটার পরিদর্শনে অধিকারী। ১/২ নং বিবাদীদের চিঠিতে উল্লেখিত কোন তদন্ত কমিটি হয়নি এবং কোন প্রকার রিপোর্ট হয়নি। ১ নং বিবাদীর কথিত নালিশী ২২,৫৫,৪৭৮/- টাকার জরিমানা বিল সম্পূর্ন ভুয়া, অবৈধ ও ভিত্তিহীন। উক্ত বিলের বিষয়ে বাদী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ১/২ নং বিবাদীর দপ্তরে যোগাযোগ করলেও কোন সদুত্তর মেলেনি। ১/২ নং

বিবাদীগণ তর্কিত জরিমানা বিলের টাকা ২২/০৯/২০০৩ ইং তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার তাগাদা প্রদান করে এবং ব্যর্থতায় বাদী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবে মর্মে হুমকি প্রদর্শন করেন। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদী অত্র মামলা দায়ের করেন।

(৫) **১০ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক নিবেদন করেন যে বাদীর মামলা আইনত অচল ও অরক্ষনীয়; মোকদ্দমার কোন কারন উদ্ভব হয়নি; বাদীর সহিত বিবাদীর লাইসেন্সি ও লাইসেন্সর এর সম্পর্ক ফলে বিউবো এর আইন অনুযায়ী বিল পরিশোধ সহ অপরাপর নিয়মাবলী বাদীর কোম্পানী মানিতে বাধ্য এবং বাদীর মামলা এডভেলোরেম কোর্ট ফি প্রদান না করায় উহা খারিজযোগ্য হয়। বিবাদীপক্ষের মুল বক্তব্য হলো,** বাদী ১ নং বিবাদীর দপ্তর হতে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে আসছেন। বাদীর বিদ্যুৎ হিসাব নং-এফ/৫৪। যেহেতু বাদী বিবাদীর অধীনে বিদ্যুৎ আইন ১৯৯০ এর ধারা ২(সি) অনুযায়ী বিদ্যুৎ গ্রাহক এবং ২(এইচ) মতে লাইসেন্সী সেহেতু উক্ত আইনের ধারা ২০,২১,২৬ অনুযায়ী এবং ১৯৮৯ সনের ট্যারিপ রুলস ৩০(২) ধারা এর বিধি মোতাবেক বিবাদী বাদীর প্লান্টে প্রবেশাধিকার সংরক্ষন করেন। বিগত ২৪/০৮/ ২০০৩ খ্রিঃ তারিখে ১ নং বিবাদী সঙ্গীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে রুটিন পরিদর্শনে বের হয়ে আকস্মিক বাদীর প্লান্টে স্থিত বিদ্যুৎ ব্যবহার জনিত বিষয় পরিদর্শন করেন। সেখানে বাদীর প্লান্টের ভান্ডার কক্ষের মধ্যে একটি ছোট কক্ষে তালাবদ্ধ অবস্থায় বিদ্যুতের মিটার গতিবদ্ধ অথবা ধীর করার যন্ত্রপাতি আন্তসংযোগ অবস্থায় দেখতে পান। যাহার একক লাইন নকশা তৎসময়ে অঙ্কন করেন এবং বাদী ও সাক্ষীদের সাক্ষর নিয়ে উহা সংরক্ষন করেন। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রকৌশলীর নির্দেশক্রমে বাদীর বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। বাদী উক্ত অভিযোগ স্বীকার করিয়া অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন এবং পুনরায় সংযোগের আবেদন করেন।

(৬) বিবাদীপক্ষের মামলার আরো বক্তব্য হলো, প্রতিষ্ঠানের মালিক ছাবের আহম্মদ স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারনামা মোতাবেক বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ট্যারিফ রুলস অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার পর উক্ত জরিমানা বিলটি পুন বিদ্যুৎ সংযোগের ফি সহ পরিশোধের নিমিত্ত বাদীর নিকট প্রেরণ করা হয়। ফলে তাহা বে-আইনী বা অবৈধ দাবি করার কোন সুযোগ নেই। উক্ত ঘটনায় বিউবো এর আইনানুযায়ী ৩১/০৮/২০০৩ ইং তারিখের গঠিত তদন্ত কমিটি ০৯/০৯/২০০৩ ইং তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং ১৫/০৯/২০০৩ ইং তারিখের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে জরিমানা প্রদান করা হয়। বাদী বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত ২২,৫৫,৪৭৮/- টাকার উক্ত বিল তাহার অঙ্গীকারনামা ও স্বীকৃতমতে পরিশোধ করিতে আইনত বাধ্য। বাদী উক্ত বিল পরিশোধ না করার অভিপ্রায়ে অবৈধ লাভবান হবার জন্য অহেতুক অত্র মামলা দায়ের করিয়াছে।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কিনা ?

৪) বাদী প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইস্যুকৃত ১ নং বিবাদী স্বাক্ষরিত বিগত ১৫/০৯/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের ২২,৫৫,৫৭২.৪০ টাকার জরিমানা বিল মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বে-আইনী ও কর্তৃত্ববহির্ভূত কিনা ?

৫) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

(৭) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ নুরুচ্ছফা (P.W.1); অলি আহমদ (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ ০১ জন সাক্ষীকে উপস্থাপন করেন। যথা মোঃ নুরুল আলম (D.W.1)। সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ১৫/০৯/২০০৩ ইং তারিখের জরিমানা বিলের আসল কপি	প্রদর্শনী ১
২। ১৬/০৯/২০০৩ ইং তারিখের ৮০০/৩৪২ নং স্মরকের পত্র আসল	প্রদর্শনী ২
৩। পরিশোধিত বিলের কপি ১২ ফর্দ	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। ২৪/০৪/২০০৮ ইং তারিখের কমিশনারের প্রতিবেদন	প্রদর্শনী - X
৫। ০১/১১/২০০২ ইং তারিখের ভাড়ানামার কপি	প্রদর্শনী -৪

অপর দিকে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত কাগজাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ২৪/০৮/২০০৩ ইং তারিখের স্ক্যাচ ম্যাপের আসল কপি	প্রদর্শনী -ক
২। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নোটিশ আসল	প্রদর্শনী -ক

৩। ৩১/০৮/২০০৩ ইং তারিখের আদেশ	প্রদর্শনী- গ
৪। ০৯/০৯/২০০৩ ইং তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন	প্রদর্শনী- ঘ
৫। ১৫/০৯/২০০৩ ইং তারিখের অফিস কপি	প্রদ- ঙ
৬। ২৫/০৮/২০০৩ ইং তারিখের আবেদন কপি	প্রদর্শনী-চ
৭। ২৪/০৮/২০০৩ ইং তারিখের পত্র	প্রদর্শনী-ছ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

১০) বাদীপক্ষে বাদী মোঃ নুরুচ্ছফা P.W.1 হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি তার জবানবন্দিতে আরজির বক্তব্য হুবহু তুলে ধরেন। পুনরাবৃত্তি এড়াতে উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। তবে তার জেরার মূল বক্তব্য এই তিনি ২২,৫৫,৫৭২.৪০/- টাকার বিষয়ে প্রতিকার চেয়েছেন। মামলার কোর্ট ফি সঠিকভাবে দিয়েছেন। ২৬/০৮/২০০৩ ইং তারিখে তাহার ম্যানেজার ১/২ নং বিবাদী বরাবর বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পুনঃসংযোগের আবেদন করেন। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি " বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগের সময়ে পাওয়া টাকার বিষয়টি স্বীকার করায় পুনসংযোগ প্রদান করা হয়েছিল " মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

১১) P.W.1 তার জেরাতে আরো উল্লেখ করেন যে , বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহনের সময়ে পিডিবির শর্তাবলী মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন যে আরজি সংশোধন করে মিটার সংযোজন করার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন। তবে বিরোধীয় বিল সেই মিটার সম্পর্কীয় নয়।২৫/০৮/২০০৩ ইং তারিখের আবেদনে ময়না ফিস ট্রেডার্স , ইউনাইটেড সি কুইন এন্ড কোং ও মেসার্স রাফি এন্টারপ্রাইজ বিষয়টি ছিল না। উক্ত ৩ টি কোম্পানী বিষয়ে বা জব্দকৃত অবৈধ মালামাল বিষয়ে পিডিবিকে কখন লিখিতভাবে অভিহিত করিনি। জব্দকৃত মালামাল রাফি ফিস এন্টারপ্রাইজের মর্মে উল্লেখ করেছেন। পিডিবির জরিমানা বিষয়ে অঙ্গীকারনামা প্রদান করেছেন মর্মে সাজেশন অস্বীকার করেন। এই সাক্ষী জেরাতে আরো বলেন যে পিডিবির বিলটি একটি ভৌতিক বিল যা নিয়মিত রিডিং ব্যাতিরেকে এবং কম্পিটারাইজড রিডিং ছাড়া করা হয়েছে। তিনি জেরাতে আরো বলেন ৩১/০৮/২০০৩ ইং তারিখের কমিটি সরেজমিনে কোন তদন্ত করেননি। " নালিশী বিল তাহার ম্যানেজার স্বীকার করিয়া স্বীকার করায় এবং তাতে সাক্ষর করায় অত্র মামলা করার কোন আইনগত সুযোগ নেই মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন। সবশেষ তিনি বলেন পিডিবির কোন কর্মকর্তার সহিত তাহার কোন ব্যাক্তিগত শত্রুতা নেই।

১২) P.W.2 অলি আহম্মদ তার জবানবন্দিতে বলেন যে , তিনি বাদীর ভাড়াটিয়া। তিনি এম এন আইস প্লান্টের দোতলা ভাড়া নেন। ভাড়া নামা দাখিল করেছেন। দোতলার ৩ নং কক্ষে তার জাহাজের তার ও মাল রাখা আছে। ভাড়ানামা ও তথায় তার সাক্ষর প্রদর্শনী ৪ ও ৪/১ হিসাবে চিহ্নিত হলো। জবানবন্দিতে তিনি আরো বলেন যে আরো দুজন ভাড়াটিয়া আছে জব্বর আহম্মদ ও নেজাম উদ্দিন। **জেরাতে তিনি বলেন** তিনি ০১/১১/২০০২ ইং হতে ভাড়াটিয়া হিসাবে আছেন। তিনি বলেন যে বিদ্যুৎ মিটার তাহার নামে নয়। তা বাদীর নামে। তিনি বলেন যে মিটার নিয়ে কোন ঘটনা তার জানা নাই। নালিশী মিটারে বাদী গতিরোধক বসিয়েছে এমনটি তার জানা নাই।

১৩) C.W.1 নূর মোহাম্মদ আদালত কর্তৃক নিযুক্তীয় বিজ্ঞ এডভোকেট কমিশনার। তিনি তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আদালতের নির্দেশনামতে তিনি ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ ২০/০৪/২০০৮ ইং তারিখে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। রিপোর্ট ও তথায় তার সাক্ষর প্রদর্শনী X ও X1 হিসাবে চিহ্নিত হলো। জেরাতে তিনি বলেন, সরেজমিনে পরিদর্শনের সময়ে বিবাদীর কোন কর্মকর্তা যায়নি। তিনি বলেন যে নালিশী ভুমি কর্নফুলী সেতুর পাশে। তিনি নালিশী ভুমিতে সরেজমিনে গিয়ে ১ ঘন্টা থাকেন। বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি "পি ডি বির কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ না করে বাদীর সুবিধামত সময়ে পরিদর্শন করেছেন" মর্মে সাজেশন দিলে অত্র সাক্ষী তা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে তিনি টেকনিক্যাল বিষয়ে অভিজ্ঞ নন। তিনি যমুনা ফিস ট্রেডার্স ও ইউনাইটেড সি কুইন এন্ড কোং পরিদর্শন করেননি কারন কোন প্রার্থনা ছিল না। তিনি বলেন যে তিনি পরিদর্শনে ৩/4 টি মিটার বিষয়ে বলেছেন। তিনি রিটমতে ৬১৮৭৭৬৯০ নং মিটারের প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। বিবাদীপক্ষের আইনজীবী প্রদত্ত তিনি সরেজমিনে পরিদর্শন না করে এবং নালিশী মিটার বিষয়ে সৃজিত রিপোর্ট দিয়েছেন মর্মে সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন।

১৪) বিবাদীপক্ষের পিডিবির নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ নুরুল আলম D.W.1 হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি লিখিত জবাবে যেরুপ বক্তব্য রয়েছে তা হুবহু তাহার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছন। এমতাবস্থায় উক্ত বক্তব্য পুনরাল্লেখ করা হতে বিরত থাকলাম। বাদীপক্ষ এই সাক্ষী কে জেরা করেন।

১৫) D.W.1 জেরাতে উল্লেখ করেন যে, এন এম আইস প্লান্টের মালিক নুরুচ্ছফা সওদাগর। বাদীর দরখাস্তের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়। বাদী প্রতিষ্ঠান ১৯৯৬ সন থেকে সংযোগ নেয় কিনা জানা নেয় তার। বাদী প্রতিষ্ঠানের হিসাব নম্বর F-54 কিনা তা তার স্মরণ নেই।বাদী প্রতিষ্ঠানের প্রতিমাসে বিল দেওয়া ও কোন বকেয়া বিল ছিল কিনা তা তার জানা নাই। তর্কিত তদন্তের পূর্বে নালিশী প্রতিষ্ঠানের মিটার বিষয়ে ইতিপূর্বে কোন তদন্ত হয়েছিল কিনা জানা নেই। নালিশী প্রতিষ্ঠানে বরফ উৎপাদন পূর্বক তা স্টোর করে রাখা হয়। ২৪/০৮/২০০৩ ইং তারিখে তিনি নালিশী

প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন টিমের সাথে গিয়েছিলেন। নালিশী বিল ১৫/০৯/২০০৩ ইং তারিখ অনুমোদনক্রমে ১৮/০৯/২০০৩ ইং তারিখ ইস্যু করা হয়। তর্কিত প্রতিষ্ঠান নীচ তলা ও ২য় তলায় । নীচ তলায় বরফ কল ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ও ২য় তলায় ভান্ডার কক্ষ। তিনি বলেন যে নালিশী প্রতিষ্ঠান ছাড়া অপর দুই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কালে দেখেননি।

১৬) D.W.1 তার জেরাতে আরো বলেন মিটার গতিরোধক যন্ত্রপাতি, Capacitor Bank, ভান্ডার কক্ষে পাওয়া যায়। ঐ সময়ে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ছিল না। প্রয়োজন না থাকায় নেননি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। গতিরোধক যন্তপাতি সহ যাহা উদ্ধার করেছেন তার একটি তালিকা করেছেন যা আদালতে দাখিল করেছেন। দোতলায় ভান্ডার কক্ষে একটি কক্ষ তালাবদ্ধ পান এবং সেখানে কোন গতিরোধক পাওয়া যায়নি।

১৭) D.W.1 তার জেরাতে বলেন যে মিটার রিডিং করে বিদ্যুৎ বিল করা হয়। নালিশী প্রতিষ্ঠানের বকেয়া বিল ছিল কিনা জানা নেই। তিনি বলেন যে নির্বাহী প্রকৌশলী সহ ইউনিট-৩ মিলে ২৪/০৮/২০০৩ ইং তারিখে মিটার পরিদর্শনে যান। ২৫/০২/২০০৪ ইং তারিখে কোন সাব-মিটার বসানো হয় কিনা জানা নাই। বাদী প্রতিষ্ঠান কে হয়রানী করার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। ৩১/০৮/২০০৩ ইং তারিখে কোন তদন্ত কমিটি হয়নি; কোন রিপোর্ট দেয়নি এবং কথিত বিল ভৌতিক ফেরবী ও যোগসাজসী হয় মর্মে সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন। নালিশী মিটার সঠিক ও অক্ষত ছিল এবং সেখানে কোন যন্ত্রপাতি লাগানো ছিল না মর্মে সাজেশন এই সাক্ষী অস্বীকার করেন। বিদ্যুৎ চুরির জন্য ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে কোন মামলা হয়নি। বাদী প্রতিষ্ঠানের কাছে অন্যায় দাবি করায় বাদী প্রতিষ্ঠান মেনে না নেওয়ায় মিথ্যা তদন্ত করে মিথ্যা বিল ইস্যু করা হয়মর্মে সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন।

১৮) **বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ও ৩ ঃ**

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়দ্বয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। বিবাদীপক্ষের

বিজ্ঞ কৌসুলি বাদী অত্র মামলায় এডভেলোরেম কোর্ট ফি দাখিল না করায় মামালাটি অরক্ষনীয় মর্মে দাবি করেছেন। বাদীর দাখিলীয় আরজিতে প্রার্থনা অংশ পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ ১ নং বিবাদী স্বাক্ষরিত বিগত ১৫/০৯/২০০৩ ইং তারিখে বাদী প্রতিষ্ঠান বরাবর ইস্যুকৃত ২২,৫৫,৫৭২.৪০/- টাকার জরিমানা বিলটি ভিত্তিহীন, অবৈধ ও আইনগত কৃর্তৃত্ববহির্ভূত হয় এবং ১/২ নং বিবাদী বাদী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অধিকারী নন মর্মে ঘোষনা প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। উক্ত দুইটি প্রতিকার পর্যালোচনায় স্পষ্ঠত প্রতীয়মান হয় এখানে ডিক্লারেশনের পাশাপাশি কোন ধরনের আনুসঙ্গিক প্রতিকারের বিষয় নেই। বাদীপক্ষ শুধুমাত্র ১৫/০৯/২০০৩ ইং তারিখের ইস্যুকৃত জরিমানা বিল চ্যালেঞ্জ করে মামলাটি করেছেন। সুতরাং বাদীপক্ষ কে এখানে কোন ধরনের এডভেলোরেম কোর্ট ফি প্রদানের আবশ্যকতা আছে বলে আমি মনে করি না। সার্বিক বিবেচনায় মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

(১৯) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদী তার মেসার্স এন এইচ প্লান্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৯৯৬ ইং সন হইতে বরফ প্রস্তুত ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। উক্ত ব্যবসা পরিচালনায় বাদী ১ নং বিবাদীর বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সুবিধা গ্রহন করতঃ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে আসছেন। নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ স্বত্বেও বিগত ২৪/০৮/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে বেলা ১.০০ ঘটিকায় ১/২ নং বিবাদীগণ বাদীর প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন এবং মিটারে রিডিং এ গন্ডগোল আছে বলিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। পরবর্তীতে বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে পনুরায় ২৫/০৮/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়। বিগত আগষ্ট/২০০৩ মাসের বিল পরিশোধ স্বত্বেও ১৫/০৯/২০০৩ খ্রিঃ ১ নং বিবাদী ২২,৫৫,৪৭৮/- টাকার একখানা জরিমানা বিল বাদী বরাবর প্রেরণ করেন। উক্ত বিলের বিষয়ে বাদী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ১/২ নং বিবাদীর দপ্তরে যোগাযোগ করলেও কোন সদুত্তর মেলেনি। ১/২ নং বিবাদীগণ তর্কিত জরিমানা বিলের টাকা ২২/০৯/২০০৩ ইং তারিখের মধ্যে পরিশোধে তাগাদা দেওয়ায় ও ব্যর্থতায় বাদী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবে মর্মে হুমকি প্রদর্শন করায় বাদী বাধ্য হয়ে অত্র মামলা আনয়ন করেন। বিগত ১৫/০৯/২০০৩ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ২২/০৯/২০০০৩ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২০) **বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ও ৫ ঃ**

" বাদী প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইস্যুকৃত ১ নং বিবাদী স্বাক্ষরিত বিগত ১৫/০৯/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের ২২,৫৫,৫৭২.৪০ টাকার জরিমানা বিল মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বে-আইনী ও কর্তৃত্ববহির্ভূত হয়েছে কিনা ?"

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।

আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো বাদীকেই তার মামলা প্রমাণ করতে হবে। তবে যেক্ষেত্রে কোন মামলায় কোন বিদ্যুৎ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানাযুক্ত বিদ্যুৎ বিল কে চ্যালেঞ্জ করে কোন ঘোষনামূলক প্রতিকার চাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত ইস্যুকৃত জরিমানা বিল যে বিধিবদ্ধ আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণে ইস্যু হয়েছিল বা এক্ষেত্রে গ্রাহক কে যথাযথ পর্যাপ্ত শুনানীর সুযোগ অর্থাত principle of natural justice এর বিধান অনুসৃত হয়েছিল ইত্যাদি বিষয়াদি প্রমানের দায়ভার সর্বদা বিবাদী/বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তায়।

(২১) উভয়পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত যে, বাদী হাজী মোহাম্মদ নূরুচ্ছফা কর্নফুলী সেতুর পার্শ্বে অবস্থিত মেসার্স এম এন এইচ প্লান্ট নামীয় প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হন। উক্ত প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে বাদী ১৯৯৬ ইং সন থেকে বরফ প্রস্তুত ও কোল্ড স্টোরেজ ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। বাদী ১ ও ২ নং বিবাদীর বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের একজন গ্রাহক হন । বাদীর নামীয় হিসাব নং - এফ-৫৪ ও মিটার নং-৬১৮৭৭৬৯০। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদীর প্রতিষ্ঠান ১ নং বিবাদী দপ্তর হতে প্রদত্ত বিদ্যুৎ বিল নিয়মিত পরিশোধ করে আসছেন। বাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় ১১ ফর্দ বিলের মূল কপি প্রদর্শনী-৩(ক)-৩(ট) পর্যালোচনায় উহার প্রমান মেলে। উক্ত বিলের কপি সমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, বাদী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এম এন প্লান্ট এর হিসাব নং F/54 ও মিটার নং- 61877690 এর বিপরীতে উক্ত বিল সমূহ পরিশোধিত হয়েছে। আরো প্রতীয়মান হয়েছে অত্র মামলা রুজুর পূর্বে আগষ্ট/২০০৩ মাসে বিল ও বাদীর প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করেছিল। সুতরাং ইহা প্রমাণিত হয় যে বাদী নিয়মিতভাবে তাহার প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে আসছেন।

(২২) বিবাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় পত্রাদেশ (প্রদর্শনী-খ) পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিগত ২৪/০৮/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পরিচালন ও সংরক্ষণ সার্কেল, চট্টগ্রাম (দঃ) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), নির্বাহী প্রকৌশলী, এনার্জি অডিটিং ইউনিট বিভাগ-৩, বিউবো, চট্টগ্রাম ও নির্বাহী প্রকৌশলী, বিতরন বিভাগ পটিয়া (বিউবো), সহ কারিগরি দল ব্রিজঘাট এলাকায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে বাদীর স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এম এন এইচ প্লান্ট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময়

বাদী প্রতিষ্ঠানের বরফ কলে (২০০ + ২০০ + ১০০) =৫০০ কেভিএ আর ক্ষমতাসম্পন্ন ৬.৬৪ কেভি ক্যাপাসিটার সহ একটি ৬৩৫ কেভি ওয়েল সার্কিট ব্রেকার সুইচ ও ২ টি ইনস্ট্রুমেন্ট ইন্টার ও কনসিল ওয়ারিং এ ডিএনারজাইসড অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাদী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। প্রদর্শনী-চ হতে দেখা যায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হবার পরদিন অর্থাত ২৫/০৮/২০০৩ ইং তারিখে বাদী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বিদ্যুতের পুনঃসংযোগের জন্য আবেদন করিলে ১ নং বিবাদী প্রতিষ্ঠান পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেন।

(২৩) বিবাদীপক্ষের দাবি হলো, পরিদর্শনকালে বাদী প্রতিষ্ঠানে পাওয়া ৬.৬৪ কেভি ক্যাপাসিটার, ৬৩৫ কেভি ওয়েল সার্কিট ব্রেকার সুইচ ও ইন্টার ও কনসিল ওয়ারিং এ ডিএনারজাইসড অবস্থায় পাওয়া ২ টি ইনস্ট্রুমেন্ট ইত্যাদি বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ দিয়ে সহজেই বিদ্যুৎ কারচুপি করা যায় এবং ৬.৬৪ কেভি সিংগেল ফেইজ ক্যাপাসিটার ব্যবহার করার ফলে এনার্জি মিটার সহ বিদ্যুৎ ব্যবহারের রেকর্ড উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। প্রদর্শনী-গ হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, বিতরণ বিভাগ, বিউবো, পটিয়া, চট্টগ্রাম কে আহবায়ক করে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটি সার্বিক তদন্ত শেষে ৩১/০৮/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রদর্শনী-ঘ তদন্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, প্রতিবেদনে বাদী প্রতিষ্ঠান কৃর্তক কারচুপিকৃত বিদ্যুতের সর্বমোট পরিমান দেখানো হয় ১,৯৭,২৭৯ কিঃ ওঃ ঘঃ যাহা টাকার অংকে ২২,৫৫,৫৭২/৪৪ টাকা হয়। বাদীপক্ষের দাখিলী তর্কিত জরিমানা বিদ্যুৎ বিল প্রদর্শনী-১ হতে দেখা যায়, বাদী প্রতিষ্ঠানের প্রতি ১৫/০৯/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে কথিত বিল ইস্যু করা হয় এবং ২২/০৯/২০০৩ ইং তারিখের মধ্যে ২২,৫৫,৫৭২/৪৪ টাকা পরিশোধের বিষয়ে বলা হয়। বাদীপক্ষ উক্ত জরিমানা বিল মিথ্যা, ভৌতিক, বে-আইনী ও যোগসাজসমূলক উপায়ে ইস্যু হয়েছে মর্মে দাবি করেছেন।

(২৪) বিবাদীপক্ষের মূল দাবি হলো, বাদী তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনুমতি বিহীন অবৈধ বিদ্যুতিক যন্ত্রাংশ স্থাপন পূর্বক বিদ্যুৎ মিটারের প্রকৃত রিডিং গতি হ্রাস পূর্বক বিদ্যুৎ কারচুপি করিয়াছে। অপর দিকে বাদীপক্ষ বিবাদীপক্ষের এরুপ দাবি অস্বীকার করিয়াছে। পরিদর্শন দল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জব্দকৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশের স্কাচ ম্যাপ (প্রদর্শনী-ক) ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ পত্র (প্রদর্শনী-খ) এবং তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-ঘ) নিবিড়ভাবে পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদী প্রতিষ্ঠানের তর্কিত বিদ্যুৎ মিটারের আশে পাশে বা মিটারের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় কোন ধরনের ডিভাইস বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়নি বা উদ্ধার হয়নি। এক কথায় স্বাভাবিক মিটার ঘূর্ণন কে নিয়ন্ত্রন করতে পারে এমন কোন ডিভাইস বা যন্ত্রাংশ মিটারের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। স্ক্যাচ ম্যাপ প্রদর্শনী-ক হতে দেখা যায় বাদী প্রতিষ্ঠানের একটি ঘরের ভেতর থেকে (২০০ + ২০০ + ১০০) =৫০০ কেভিএ আর ক্ষমতাসম্পন্ন ৬.৬৪ কেভি ক্যাপাসিটার পাওয়া গিয়েছিল। বিবাদীপক্ষ তদন্ত প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-ঘ) উক্ত ৫০০ কেভিআর ক্যাপাসিটর ব্যাঙ্ক ব্যবহার

করার ফলে স্বাভাবিক মিটার ঘূর্নন নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ পূর্বক বিদ্যুৎ কারচুপি করার দাবি করেছেন। কিন্তু ক্যাপাসিটার ব্যাংক ব্যবহার করার ফলে উহা বিদ্যুৎ মিটারের স্বাভাবিক গতি কে নিয়ন্ত্রন বা বন্ধ করতে পারে কিনা -এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা সমীচীন বিবেচনা করি।

(২৫) "ক্যাপাসিটর ব্যাংক" ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের সাথে প্যারাল্যালি সংযুক্ত থাকে। ক্যাপাসিটর এক ধরনে রিয়েক্টিভ ইলিমেন্ট। এটা এনার্জি মজুদ করে রাখতে পারে আবার ফিডব্যাকও দিতে পারে। ডিস্ট্রিবিউশন ভোল্টেজ লস কমানোর জন্যই এই ক্যাপাসিটার ব্যাংক ব্যাহার করা হয়। এছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ন কাজ হলো সিস্টেমের পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভ করে। ক্যাপাসিটর ব্যাংক কে এভাবে সঙ্গায়িত করা যায় **" A capacitor bank is merely a grouping of several capacitors of the same rating. Capacitor banks may be connected in series or parallel, depending upon the desired rating.Capacitor banks work by storing electrical energy in their components and using it when needed to correct power factor lags or phase shifts in an AC (alternative current) power supply. This helps maintain optimum efficiency and prevents undesirable dips or surges in voltage which can damage electrical equipment.**

(২৬) পাওয়ার ফ্যাক্টর মূলত ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এর মধ্যবর্তী কোনের কোসাইন (Cos) এর মান। আমরা জানি Cos এর ক্ষেত্রে কোন যত ছোট হয় মান তত বড় হয়। অর্থাত ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এর মধ্যেবর্তী কোন বৃদ্ধি পেলে পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান কমে যায়। ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এর মধ্যবর্তী কোন সৃষ্টি করে রিয়্যাক্টিভ পাওয়ার। রিঅ্যাক্টিভ লোড আবার দু ধরনের যথা ক্যাপাসিটিভ এবং ইন্ডাক্টিভ। ক্যাপাসিটিভ লোডের কারেন্ট লিডিং অর্থাত উর্ধ্বমুখী এবং ইন্ডাক্টিভ লোডের কারেন্ট ল্যাগিং অর্থাত নিন্মমুখী হয়। সাধারণত বেশীরভাগ সিস্টেমের পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হওয়ার পেছনে মূল কারণ হয়ে থাকে বেশী ইন্ডাক্টিভ লোড ব্যাবহারের কারনে, কেননা ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্ডাক্টিভ লোড বহুল ব্যবহারিত হয়।

(২৭) সিস্টেমের ইন্ডাক্টিভ লোড কে ব্যালেন্স করার জন্য ক্যাপাসিটিভ লোড হিসাবে ক্যাপাসিটর ব্যাংক সিস্টেমের সাথে প্যারালালে সংযোগ করা হয়। ফলে ইন্ডাক্টিভ লোডের কারেন্ট ল্যাগিং অর্থাত নিন্মমুখী এবং ক্যাপাসিটিভ লোডের কারেন্ট লিডিং অর্থাত উর্ধ্বমুর্খী হওয়ায় এরা একে অপর কে ক্যানসেল করার মাধ্যমে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট এর মধ্যে কোন পার্থক্য কমে যায় ফলে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত হয়। এভাবে ক্যাপাসিটর ব্যংক পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত করার কাজ করে।

(২৮) **সুতরাং, ক্যাপাসিটার ব্যাংকের কার্যক্রম ও ব্যবহার পর্যালোচনায় দেখা যায় কারখানা বা ইন্ডাস্ট্রিতে ক্যাপাসিটর ব্যাংক মূলত পাওয়ার ফ্যাক্টর কে উন্নত করার স্বার্থে এবং অনভিপ্রেত ভোল্টেজ উঠানামা নিয়ন্ত্রন পূর্বক সিস্টেমের পাওয়ার সাপ্লাই সঠিক রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। ক্যপাসিটর ব্যাংক ব্যবহার করার কারনে বৈদ্যুতিক ও মেশিনারি ইকুইপমেন্টগুলো সুরক্ষিত থাকে। এই ক্যাপাসিটর ব্যাংকের সাথে বিদ্যুৎ মিটার নিয়ন্ত্রনের কোন সম্পর্ক নেই। ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুত মিটারের ঘূর্ণন কে নিয়ন্ত্রন করার বা কম বেশী রিডিং তৈরীর কোন সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। উল্লেখ্য পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ বাদী প্রতিষ্ঠানের মিটার এর ঘূর্ণন স্বাভাবিক ছিল না বা মিটার ঘূর্ণন বন্ধ ছিল এমনতর কোন অভিযোগ করেননি। এক কথায় বিদ্যুৎ মিটার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি। এমনকি মিটার কে নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোন ডিভাইস সে সময়ে তারা আবিষ্কার করতে পারেননি। সুতরাং বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী কর্মকর্তা ক্যাপাসিটার ব্যাংক ব্যবহারের ফলে স্বাভাবিক মিটার ঘূর্ণন বন্ধ করিয়া বিদ্যুৎ কারচুপি হয়েছে মর্মে যে অভিমত বা সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা যথাযথ ও সঠিক ছিল না বলে আমি মনে করি। ক্যাপাসটির ব্যাংক স্থাপনের ফলে যে বিদ্যুৎ চুরি হয়েছে এ বিষয়টি প্রমাণের দায়ভার মূলত বিবাদীপক্ষের উপরে ছিল। বিবাদীপক্ষ তদন্ত প্রতিবেদনে ঢালাওভাবে ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপনের ফলে বিদ্যুৎ কারচুপি হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করলেও ক্যাপ্যাসিটর ব্যাংক ব্যবহারের কারনে কিরুপে বিদ্যুৎ চুরি হয় তার কোন বিস্তারিত বা সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বিবাদীর বর্ণনা বা বিবাদীপক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দিতে পাওয়া যায়নি। বিবাদীপক্ষ এ বিষয়টি সার্বিকভাবে প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। সার্বিক বিবেচনায় বাদী প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত ক্যাপাসিটার ব্যাংকের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরির কোন ঘটনা ঘটেনি মর্মে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় ক্যাপাসিটার ব্যাংক ব্যবহার পূর্বক বিদ্যুৎ কারচুপির অভিযোগে বাদী প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইস্যুকৃত ১ নং বিবাদী স্বাক্ষরিত বিগত ১৫/০৯/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের ২২,৫৫,৫৭২.৪০ টাকার জরিমানা বিলটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বানোয়াট, যোসসাজসী ও বে-আইনী হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি। এভাবে বিচার্য বিষয় নং ৪ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।**

(২৯) বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু সকল বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে ডিক্রি প্রদান করা হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, বাদী প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইস্যুকৃত ১ নং বিবাদী স্বাক্ষরিত বিগত ১৫/০৯/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের ফরোয়ার্ডিং সহ কথিত ২২,৫৫,৫৭২.৪০/- টাকার জরিমানা বিল টি মিথ্যা, ভিত্তিহীন, বে-আইনী ও আওতা বহির্ভূত হয় যাহা পরিশোধে বাদী প্রতিষ্ঠান বাধ্য নন।

আরো ঘোষনা করা যাচ্ছে যে উক্ত বিল পরিশোধ না করার অযুহাতে ১/২ নং বিবাদী সহ অন্যান্য বিবাদীগণ বাদী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অধিকারী নহেন।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।